যুগান্তর

তারিখ ... 1 MAY ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

জাবিতে আবারও ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ৬

জাবি প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সাংবাদিকদের ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে জাবি প্রক্টর এবারও ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ নেতা সামিউল বাশির সানি গ্রুপের নেতাকর্মীরা হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে যায়। হলে ফেরার পর তারা কেন ফুল দিতে যায় তা জানতে চায় হলের অন্য গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা এসএম শামিম গ্রুপের নেতাকর্মীরা। পরে উভয় গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রাত ১১টায় দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় সামিউল বাশির সানি ও এসএম

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

জাবির শিক্ষক কাফির শাস্তি দাবিতে মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল্লাহ হেল কাফির বিরুদ্ধে ওঠা যৌন নিপীড়নের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিমা আখতার হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জোবায়দা নাসরিন কণা প্রমুখ। মানববন্ধন থেকে শিক্ষার্থীরা কাফির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী শিক্ষকের নিরাপত্তার দাবি করেন। এ সময় তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি তদন্ত সেল গঠনের দাবি জানান। আবদুল্লাহ হেল কাফি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়া তিনি একটি হলের প্রভোস্ট, প্রভোস্ট কমিটির চেয়ারম্যান এবং সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বে ছিলেন।

মানববন্ধন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

মানববন্ধন : শাস্তি দাবিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ ওঠার পর তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। মানববন্ধনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা ২০০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষক সানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত এবং ওই সময় আন্দোলনরত ৬ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান।